বাংলিশ স্পিকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ

আরিফুর রহমান খাদেম

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মনের ভাব প্রকাশ করতে এর বিকল্প নেই। আমরা ইংরেজিতে যতই ভাল হইনা কেন বা ইংরেজি ভাষী দেশে যুগের পর যুগ অবস্থান করি না কেন, দেশীয় কারো সাথে খোলামেলা ভাবে মনের ভাব আদান প্রদান করতে এ ভাষার জুড়ি নেই। মনের ভাব আদান প্রদানের ফাঁক ফোকড়ে আমাদের মনের অজান্তেই কিছু বিদেশি শব্দ প্রায়শঃই ঢুকে যায়। এদের অধিকাংশই হিন্দী, উর্দু, ফার্সি, চাইনিজ বা ইংরেজি। যেমনঃ দিল, পেরেশান, isle (আইল), start, market, recently, excitement, emotional, illegal, illogical, incomplete, imbalance, impolite ইত্যাদি। এমনকি পানি, পাগল, শাদি, বাজার, চা, চেয়ার ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক শব্দগুলোও বিদেশি ভাষা থেকে আগত। আমাদের অনেকেরই ধারণা এ শব্দগুলো বাংলা ভাষারই অংশ, যেহেতু এদের প্রায় সবগুলোই নিয়মিত লেখায়ও ব্যবহার হয়। ঠিক একইভাবে আমাদের উপমহাদেশেরও অনেক শব্দ ইংরেজি ভাষায়ও ঢুকে গেছে এবং কথায়, লেখায় এবং এমনকি ইংরেজি ডিকশনারিতেও ব্যবহার হচ্ছে। যেমনঃ গুরু, চক্র, ব্যান্ডিট ইত্যাদি। বাংলাভাষীরা কথা বলার সময় ইংরেজি এবং বাংলার সংমিশ্রন ঘটায় বলে অনেকে এ ভাষাকে বাংলিশ (Banglish) বলে থাকে ।

এদের প্রায় সবগুলো শব্দের ব্যবহারই (বিশেষ করে ইংরেজি শব্দগুলো) বাংলাদেশের একজন খেটে খাওয়া দিনমজুর থেকে শুরু করে একজন ভিআইপি পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলা ভাষায় এগুলো ব্যবহারে হয়ত কারোর-ই কোনো আপত্তি নেই বা থাকার কথা নয়। কারণ tv, fridge, lift, party, picnic, program ইত্যাদি শব্দগুলো যদি ইংরেজি জেনেও বাংলার অংশ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি, তাহলে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু যখন কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি একটি ইংরেজি শব্দ বাক্যে ব্যবহার করার মাধ্যমে পুরো বাক্যের অর্থই বদলে দেন, সেটা হয়ত কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। অনেকেই কর্থাবার্তার সময় recently শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কেউ হয়ত প্রশ্ন করছেনঃ ‘তুমি কি recently সেখানে যাবে?’ অথবা ‘সে recently বিদেশ থেকে আসবে’। তিনি হয়ত বুঝাতে চেয়েছেন ‘তুমি সেখানে শিঘ্রই যাবে কিনা’ অথবা ‘সে শিঘ্রই বিদেশ থেকে আসবে’। recently অর্থ ‘সম্প্রতি’ এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার ক্ষেত্রেই এ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত, ভবিষ্যৎ অর্থে নয়। যেমনঃ ‘সে recently বিদেশ থেকে এসেছে’। তাছাড়া অনেকেই নিয়মিত কথাবার্তায় বা বক্তৃতায় মনের দিক দিয়ে আবেগপ্রবণ বা emotional হয়ে পড়লে emotional শব্দের পরিবর্তে excited শব্দটি ব্যবহার করেন। কেউ যদি আনন্দে আত্মহারা বা উত্তেজিত হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণত excited শব্দটি ব্যবহার হয়।

অপরদিকে, সিডনিতে কাউকে কাউকে দেখেছি বছরের পর বছর বিভিন্ন আলোচনা, সমাবেশে বা বক্তৃতায় অষ্ট্রেলিয়ার উচ্চারণ অস্টলিয়া বলে চালাতে, আর সামনে বসা শোতৃমণ্ডলী তার কথা শুনে উপহাস ও তামাশা করতে।

অনেক সময় এ শোতৃমণ্ডলীর সারিতে অষ্ট্রেলিয়ার এবং বাংলাদেশ থেকে আগত দেশের প্রথম সারির ভিআইপিও ছিলেন। শব্দটি লেখায় দেখতে যতটা খারাপ লাগে, তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্ভট লাগে শুনতে। এ ধরনের ভুল দুয়েক বার গ্রহণ করা যায়, বার বার নয়। ওই দেশে থেকে যদি ওই দেশের নামের উচ্চারণই সঠিকভাবে করতে না পারি; এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ! তাছাড়া, দেশে ও বিদেশে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যারা প্রতি নিয়ত illegal-এর জায়গায় unlegal, illogical-এর পরিবর্তে unlogical, এভাবে incomplete (uncomplete), imbalance (unbalance), impolite (unpolite), inexperience-এর স্থলে unexperience বলে যাচ্ছেন। অনেকের চোখেই এ ভুলগুলো ধরা পড়লেও চক্ষুলজ্জার ভয়ে এগুলো সংশোধন করতে পারছেন না। কারণ অনেকেই একজন আরেকজনের ভুল ধরিয়ে দেয়াটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন না। এ ধরনের ভুলগুলো শুধু কথাবার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইংরেজি ভাষায় একটা আবেদনপত্র, চিঠি, বায়োডাটা লিখতে বা অন্য যে কোনো ভাবে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও এ সমস্ত খুটিনাটি ভুলগুলো লক্ষ্যনীয় ।

অনেকে দীর্ঘদিন ইংরেজিভাষী দেশে থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু সাধারণ বাক্যের ভুল উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপঃ education, plumber, plumbing, loss, lose, lost, honour, honest, quit, quiet, written, bitten, hidden ইত্যাদি। কেউ হয়ত নিয়মিতভাবে বলে যাচ্ছেন, এডুকেশন (যা বাংলাদেশের একটা বিশাল সংখ্যাই নিয়মিত বলে থাকেন); আবার কেউ কেউ, প্লাম্বার, প্লাম্বিং। অনেকেই loss -এর উচ্চারণ করছেন 'লূজ্' বলে এবং lose কে 'লস' বলে। এক্ষেত্রে অনেকে অর্থগত সমস্যায়ও ভোগেন। loss (noun) -এর অর্থ হচ্ছে ক্ষতি বা লোকাসান, অন্যদিকে, lose (verb) -এর মানে হারানো বা হারিয়ে ফেলা। এবং lost হচ্ছে lose -এর অতীত। আবার কাউকে দেখেছি honour এবং honest শব্দের উচ্চারণ 'হনার এবং হনেস্ট' হবে বলে কারো সাথে তর্ক করতে। অনেকে দেশে ও বিদেশে অন্যান্য শব্দগুলোর উচ্চারণ করে যাচ্ছেন ঠিক এভাবে - quit, quiet - কুয়াইট, written - রাইটেন, bitten - বাইটেন, hidden - হাইডেন। যদিও অনেক ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ ১০০% লিখে দেখানো সম্ভব নয়, তবুও আমি শব্দগুলোর সঠিক উচ্চারণ লিখনির মাধ্যমে (যথাক্রমে) তুলে ধরেছি। যেমনঃ এজুকেইশন, প্লামা(র), প্লামি-্ , লস, লূজ্ , লস্ট্ , অনা(র), অনেষ্ট, কুইট্ , কুআইয়্যাট, রিট্ন্ , বিট্ন্ , হিড্ন্ । (র)-এর মানে হচ্ছে ওই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে 'র' -এর উচ্চারণ উহ্য রাখা যায়, অথবা 'র' -এর ৩০% - ৫০% উচ্চারণ করার মাধ্যমে শব্দ বলা শেষ করা যায়। 'ক' দিয়ে শুরু শব্দগুলোর উচ্চারণেও 'খ'-এর কিছুটা সাহায্য নিতে হয়। একইভাবে যেমন- (time) 'টাইম' শব্দটি বলার সময় 'ঠ'-এর কিছুটা সাহায্য নিতে হয়।

প্রয়োজনের তাগিদেই হোক বা অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই হোক, যদি আমাদের ইংরেজি ভাষার সাহায্য নিতেই হয়, তাহলে ভুলভাবে নয়, নির্ভুলভাবেই নেয়া উচিত। ভাষার সুন্দর ও সঠিক উপস্থাপনার মাধ্যমে যেমন একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তেমনি রুচিশীল শব্দের প্রয়োগ ও নির্ভুল বানানরীতির অনুসরণ তার নিজের প্রতি আস্থা বাড়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন

করে।

arifurk2004@yahoo.com.au